গঠনতন্ত্র

(২০২৪ সালে সংশোধিত)

CONSTITUTION

(Amended in 2024)

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড

BANGLADESH CRICKET BOARD

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড
BANGLADESH CRICKET BOARD

গঠনতন্ত্র
(২০২৪ সালে সংশোধিত)

CONSTITUTION
(Amended in 2024)

সূচী পত্র		বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	ঃ	মুখবন্ধ	১
অনুচ্ছেদ - ১	ঃ	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও পরিধি	১
অনুচ্ছেদ - ২	ঃ	সংজ্ঞা	১-৩
অনুচ্ছেদ - ৩	ঃ	বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের প্রতীক ও পতাকা	৩
অনুচ্ছেদ - ৪	ঃ	সদর দপ্তর	৩
অনুচ্ছেদ - ৫	ঃ	উদ্দেশ্য	৩
অনুচ্ছেদ - ৬	ঃ	দায়িত্ব ও কার্যপরিধি	৩-৪
দ্বিতীয় অধ্যায়	ঃ	এফিলিয়েশন	৫
অনুচ্ছেদ - ৭	ঃ	এফিলিয়েশন	৫
তৃতীয় অধ্যায়	ঃ	বিসিবি'র সংগঠন সমূহ	৫-২১
অনুচ্ছেদ - ৮	ঃ	সাধারণ পরিষদ	৫
অনুচ্ছেদ - ৯	ঃ	সাধারণ পরিষদের গঠন	৫-৭
অনুচ্ছেদ - ১০	ঃ	সাধারণ পরিষদের সদস্য অযোগ্যতা	৭
অনুচ্ছেদ - ১১	ঃ	সাধারণ পরিষদের দায়িত্ব	৭-৮
অনুচ্ছেদ - ১২	ঃ	সাধারণ পরিষদের সভা	৮-৯
অনুচ্ছেদ - ১৩	ঃ	পরিচালনা পরিষদ	৯-১১
অনুচ্ছেদ - ১৪	ঃ	পরিচালনা পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা	১১-১৪
অনুচ্ছেদ - ১৫	ঃ	পরিচালনা পরিষদের কার্যকাল	১৪
অনুচ্ছেদ - ১৬	ঃ	স্থায়ী কমিটি	১৪-১৫
অনুচ্ছেদ - ১৭	ঃ	স্থায়ী কমিটি সমূহের ক্ষমতা ও দায়িত্ব	১৬-২১
চতুর্থ অধ্যায়	ঃ	উপদেষ্টা কমিটি	২২
অনুচ্ছেদ - ১৮	ঃ	উপদেষ্টা কমিটি	২২

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ★ ঢাকা ★ ৬২/৩, পুরানা পল্টন

পঞ্চম অধ্যায়	ঃ	**নির্বাচন**	২২
অনুচ্ছেদ - ১৯	ঃ	নির্বাচন	২২
ষষ্ঠ অধ্যায়	ঃ	**আর্থিক বিধি বিধান**	২২-২৪
অনুচ্ছেদ - ২০	ঃ	তহবিল সংগ্রহ ও পরিচালনা	২২-২৩
অনুচ্ছেদ - ২১	ঃ	কল্যান তহবিল	২৩
অনুচ্ছেদ - ২২	ঃ	অর্থ বৎসর ও কার্য বৎসর	২৩
অনুচ্ছেদ - ২৩	ঃ	হিসাব নিরীক্ষা	২৪
সপ্তম অধ্যায়	ঃ	**আচরন ও শৃঙ্খলা**	২৪
অনুচ্ছেদ - ২৪	ঃ	আচরন ও শৃঙ্খলা	২৪
অনুচ্ছেদ - ২৫	ঃ	শৃঙ্খলা ও শাস্তি	২৪
অষ্টম অধ্যায়	ঃ	**গঠনতন্ত্র**	২৪-২৫
অনুচ্ছেদ - ২৬	ঃ	গঠনতন্ত্র সংশোধন	২৪-২৫
অনুচ্ছেদ - ২৭	ঃ	গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা	২৫
নবম অধ্যায়	ঃ	**সালিসি আদালত**	২৫
অনুচ্ছেদ - ২৮	ঃ	সালিসি আদালত	২৫
দশম অধ্যায়	ঃ	**বিবিধ**	২৫-২৬
অনুচ্ছেদ - ২৯	ঃ	বিশেষ কমিটি	২৫
অনুচ্ছেদ - ৩০	ঃ	আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে অংশগ্রহন এবং আয়োজন	২৬
অনুচ্ছেদ - ৩১	ঃ	সভাপতির রুলিং	২৬
অনুচ্ছেদ - ৩২	ঃ	গঠনতন্ত্র প্রতিস্থাপন ও হেফাজত	২৬

Bangladesh Cricket Board

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড
BANGLADESH CRICKET BOARD
গঠনতন্ত্র
(২০২৪ সালে সংশোধিত)

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ★ ঢাকা ★ ৬২/৩, পুরানা পল্টন

CONSTITUTION
(Amended in 2024)

প্রথম অধ্যায় ঃ মুখবন্ধ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও পরিধি ঃ

১.১ এই গঠনতন্ত্র বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড গঠনতন্ত্র (২০২২ সালে সংশোধিত) নামে অভিহিত হইবে। এই গঠনতন্ত্রের অধিক্ষেত্র হইবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড।

১.২ এই ক্রীড়া সংগঠনের নাম হইবে "বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড" ইংরেজীতে "BANGLADESH CRICKET BOARD" (সংক্ষেপে বাংলায় বিসিবি এবং ইংরেজীতে BCB)

১.৩ সমগ্র বাংলাদেশের ক্রিকেট খেলা এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংশ্লিষ্ট সার্বিক কার্যক্রম এই বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড-এর আওতাধীন ও সম্পূর্ণভাবে এখতিয়ারভূক্ত থাকিবে।

১.৪ এই গঠনতন্ত্র বাংলা ভাষায় প্রণীত হইবে। আন্তর্জাতিক প্রয়োজনে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ইহার ইংরেজী অনুবাদ ব্যবহার করিতে পারিবে। কিন্তু কোন বিষয়ে প্রশ্ন দেখা দিলে বাংলা ভাষায় প্রণীত ও অনুমোদিত গঠনতন্ত্র চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

অনুচ্ছেদ-২ ঃ সংজ্ঞা ঃ বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই গঠনতন্ত্রে নিম্নোক্ত শব্দগুলির মাধ্যমে পার্শ্বে বর্ণিত বিষয়াদি বুঝাইবে ঃ

২.১	বোর্ড	ঃ	"বোর্ড" বলিতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। (বিসিবি হিসেবে অবহিত এবং উল্লেখিত)
২.২	গঠনতন্ত্র	ঃ	গঠনতন্ত্র বলিতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড-এর গঠনতন্ত্র।
২.৩	বিভাগ, জেলা ও উপজেলা	ঃ	বিভাগ, জেলা ও উপজেলা বলিতে যথাক্রমে বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক বিভাগ, জেলা ও উপজেলা।
২.৪	অঙ্গ সংগঠন	ঃ	"অঙ্গ সংগঠন" বলিতে বিসিবির সাংগঠনিক কাঠামোর সহিত সরাসরি সংযুক্ত আঞ্চলিক অথবা স্থানীয় ক্রিকেট সমিতি বা সংস্থা।
২.৫	আইসিসি	ঃ	"আইসিসি" বলিতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল।
২.৬	এসিসি	ঃ	"এসিসি" বলিতে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল।
২.৭	ক্রিকেট	ঃ	"ক্রিকেট" বলিতে সকল পর্যায়ের ক্রিকেট খেলা ও ক্রিকেট কার্যক্রম।

Bangladesh Cricket Board

২.৮	ক্রিকেট সমিতি বা সংস্থা	ঃ	"ক্রিকেট সমিতি বা সংস্থা" বলিতে আঞ্চলিক ও জেলা ক্রিকেট সংস্থা ব্যতীত বিসিবি পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত সংস্থা বা সমিতি যাহারা নিয়মিতভাবে ক্রিকেট লীগ বা প্রতিযোগিতার আয়োজন অথবা জাতীয় পর্যায়ের ক্রিকেট প্রতিযোগিতাসমূহে অংশগ্রহণ করিয়া থাকে অথবা ক্রিকেট পরিচালনা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত থাকে ।
২.৯	কমিটি	ঃ	"কমিটি" বলিতে বিসিবি কর্তৃক গঠিত বিশেষ দায়িত্ব ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন স্থায়ী বা অস্থায়ী কমিটি।
২.১০	ট্রাস্ট	ঃ	"ট্রাস্ট" বলিতে বিসিবি কর্তৃক গঠিত বা পরিচালিত কোন ট্রাস্ট।
২.১১	ফাউন্ডেশন	ঃ	"ফাউন্ডেশন" বলিতে বিসিবি কর্তৃক গঠিত বা পরিচালিত কোন ফাউন্ডেশন।
২.১২	সাধারন পরিষদ	ঃ	"সাধারণ পরিষদ" বলিতে এই গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড-এর সাধারণ পরিষদ।
২.১৩	পরিচালনা পরিষদ	ঃ	"পরিচালনা পরিষদ" বলিতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড-এর সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত ও জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক মনোনীত পরিচালক দ্বারা গঠিত পরিচালনা পরিষদকে বুঝাইবে।
২.১৪	সভাপতি	ঃ	"সভাপতি" বলিতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড-এর পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত সভাপতি।
২.১৫	সহ-সভাপতি	ঃ	"সহ-সভাপতি" বলিতে পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত বিসিবির সহ-সভাপতি।
২.১৬	পরিচালক	ঃ	"পরিচালক" বলিতে বিসিবির পরিচালনা পরিষদের সদস্য।
২.১৭	সদস্য-সংস্থা	ঃ	"সদস্য-সংস্থা" বলিতে বিসিবি'র সাধারণ পরিষদের অনুমোদিত সংস্থা।
২.১৮	উপদেষ্টা কমিটি	ঃ	"উপদেষ্টা কমিটি" বলিতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এর সভাপতি কর্তৃক মনোনীত কমিটি।
২.১৯	কাউন্সিলর	ঃ	"কাউন্সিলর" বলিতে এই গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ ৯-এ তালিকাভূক্ত আঞ্চলিক ও জেলা ক্রিকেট সংস্থা, ক্লাব ও প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতিনিধি, যাহারা ক্রিকেট সংগঠক বা সাবেক ক্রিকেট খেলোয়াড় হইবেন।
২.২০	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	ঃ	"প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা" বা "সি ই ও" বলিতে এই গঠনতন্ত্রের পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক নিয়োগকৃত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের "প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা"।
২.২১	প্রধান অর্থ কর্মকর্তা	ঃ	"প্রধান অর্থ কর্মকর্তা" বা "সি এফ ও" বলিতে এই গঠনতন্ত্রের পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক নিয়োগকৃত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এর প্রধান অর্থ কর্মকর্তা।
২.২২	ঢাকা মেট্রোপলিটন ক্রিকেট সংস্থা	ঃ	"ঢাকা মেট্রোপলিটন ক্রিকেট সংস্থা" বলিতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত ঢাকা মহানগরীর সকল পর্যায়ের ক্রিকেট লীগে অংশগ্রহণকারী ক্লাবসমূহের গঠিত সংস্থা।

২.২৩ আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থা ঃ আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থা বলিতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অঞ্চলসমূহের অধীনস্থ জেলা সমূহের মাধ্যমে গঠিত ক্রিকেট সংস্থা।

২.২৪ জেলা ক্রিকেট সংস্থা ঃ "জেলা ক্রিকেট সংস্থা" বলিতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের নির্ধারিত মডেল অনুযায়ী সরকারের প্রশাসনিক জেলা সমূহের ক্রিকেট সংস্থা।

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ বোর্ডের প্রতীক ও পতাকা ঃ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড-এর সাধারণ পরিষদের অনুমোদনক্রমে একটি নিজস্ব প্রতীক (লোগো) ও পতাকা থাকিবে।

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ সদর দপ্তর ঃ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড-এর প্রশাসনিক সদর দপ্তর ঢাকা মহানগরীতে অবস্থিত হইবে।

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ উদ্দেশ্য ঃ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড-এর উদ্দেশ্য হইল সমগ্র দেশে ক্রিকেটের প্রতিষ্ঠা/ প্রচার/ প্রসার/সম্প্রসারণ, মানোন্নয়ন, জনপ্রিয়করণ এবং বাংলাদেশ ক্রিকেটের মানকে সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীতকরণ।

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ দায়িত্ব ও কার্যপরিধি ঃ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এর দায়িত্ব ও কার্য-পরিধি নিম্নরূপ হইবেঃ

৬.১ সমগ্র বাংলাদেশে ক্রিকেট খেলার মান উন্নয়ন, প্রসার ও প্রচার।

৬.২ সমগ্র দেশব্যাপী ক্রিকেট সংগঠনের সম্প্রসারণ এবং সমন্বয়। সারা দেশের ক্রিকেট পরিচালনার স্বার্থে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অঞ্চল অনুযায়ী আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থা ও জেলা ক্রিকেট সংস্থা গঠন নিশ্চিতকরণ।

৬.৩ বাংলাদেশ ক্রিকেটের মান সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করিবার জন্য দেশব্যাপী প্রতিভা অন্বেষণ কর্মসূচী পরিচালনা, প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের চিহ্নিতকরণ, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন ।

৬.৪ এই গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত অধিভূক্ত ক্রিকেট সংস্থা সমূহকে স্বীকৃতি প্রদান ও তাহাদের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ এবং বিসিবি কর্তৃক গঠিত আঞ্চলিক ও জেলা ক্রিকেট সংস্থা সহ বিভিন্ন অঞ্চল ও অঙ্গ সংগঠনের স্বীকৃতি প্রদান, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা ।

৬.৫ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা সমূহ যেমন- আইসিসি এবং এসিসি অথবা অন্যান্য আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক সংস্থা তাহা যেই নামেই হউক না কেন, তৎকর্তৃক প্রণীত নীতিমালা, পরিকল্পনা ও কর্মসূচী অনুসরণ এবং ঐ সমস্ত কর্মসূচীগুলি বাস্তবায়নের জন্য ও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড কর্তৃক গৃহীত ক্রিকেট কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সংস্থার সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা।

৬.৬ বাংলাদেশের আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা আয়োজন ও পরিচালনা।

৬.৭ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতাসমূহে অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ দল বাছাই, প্রশিক্ষণ ও প্রেরণ।

৬.৮ নিয়মিত জাতীয় ও অন্যান্য ঘরোয়া ক্রিকেট খেলা অনুষ্ঠান ও পরিচালনা।

৬.৯ জাতীয় দলের খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাসহ বিসিবি অধিভূক্ত সংগঠক ও তাদের সহিত সম্পৃক্ত সংগঠক, সমর্থক, প্রশিক্ষক ও খেলোয়াড়দের জন্য আচরণ বিধি (কোড অব কন্ডাক্ট) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং নিয়ম, উপবিধি, শর্ত এবং শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে শাস্তি বিধান ।

৬.১০ অসহায়, অসুস্থ্য ও দূর্দশাগ্রস্থ প্রাক্তন ও বর্তমান ক্রিকেট খেলোয়াড়, ক্রিকেট কোচ, ক্রিকেট আম্পায়ার, কর্মকর্তা ও সংগঠক, বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারী অথবা তাদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে আর্থিক

ও মানবিক সহায়তা দান, বেনিফিট ম্যাচ আয়োজন এবং এতদ্‌উদ্দেশ্যে কল্যাণ তহবিল গঠন ও পরিচালনার জন্য ট্রাস্ট গঠন।

৬.১১ এফিলিয়েটেড সংস্থা সমূহের প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে আর্থিক অনুদানসহ অন্যান্য সুবিধা প্রদান ।

৬.১২ ক্রিকেট বিষয়ক স্মরণিকা, সাময়িকী, পুস্তিকা ও পুস্তক প্রকাশনার ব্যবস্থা এবং বাজারজাতকরণ। বোর্ডের মিউজিয়াম, গ্রন্থাগার স্থাপন ও পর্যায়ক্রমে উহার কার্য পরিচালনা, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ও তথ্য বিনিময়ে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সহায়তা গ্রহণ। অধিকন্তু ক্রিকেট বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার, কর্মশালা, কনভেনশন ও আলোচনা চক্রের আয়োজন ও অংশগ্রহণ।

৬.১৩ খেলোয়াড়দের শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্য এবং ক্রীড়াশৈলী উন্নয়ন ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য শরীর চর্চা কেন্দ্র স্থাপন এবং "ক্রীড়া বিজ্ঞান" চর্চা ও প্রয়োগের ব্যবস্থা ।

৬.১৪ বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্রিকেট সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যেমন-আম্পায়ার, কোচ, ডাক্তার, ফিজিওথেরাপিস্ট, ট্রেইনার, কিউরেটর, ক্রিকেট প্রশাসক, স্কোরার, গ্রাউন্ডসম্যান-এর দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

৬.১৫ ক্রিকেটের প্রসার ও উন্নয়নের জন্য রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে খেলার মাঠ স্থাপন ও সংরক্ষণ এবং এতদ্‌উদ্দেশ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা।

৬.১৬ নিজস্ব অথবা যৌথ উদ্যোগে ক্রিকেট মাঠ, ষ্টেডিয়াম, ইনডোর ফ্যাসিলিটিজ নির্মাণ ও ক্রিকেট অবকাঠামো গড়িয়া তোলা এবং ক্রিকেট একাডেমী স্থাপন ও পরিচালনা।

৬.১৭ ক্রিকেটের উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে অর্থায়নের জন্য সরকার, পৃষ্ঠপোষক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অন্যান্য উৎস হতে তহবিল সংগ্রহ এবং উদ্বৃত্ত তহবিল ঝুঁকিহীন লাভজনক বিনিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণসহ যে কোন তফসিলি ব্যাংকে যে কোনো পরিমানে এফডিআর করা এবং ট্রেজারি বন্ড ক্রয় করা। এছাড়াও, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে যে কোন তফসিলি ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ, এলসি খোলা অথবা যে কোনো ঋণের বিপরীতে জামানত হিসাবে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক প্রদান বা চার্জ তৈরী করা অথবা ঋণের জামানত হিসাবে এফডিআর-এর বিপরীতে লিয়েন এর ব্যবস্থা গ্রহণ অথবা ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করা। এর পাশাপাশি যেকোন ধরনের বাণিজ্যিক ও সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৬.১৮ বাণিজ্যিক বিপণন এর পদক্ষেপ গ্রহণ।

৬.১৯ বয়স ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ। তৃণমূল পর্যায়ে ক্রিকেটের প্রচার ও প্রসারে কর্মসূচী প্রণয়ন ও পরিচালনা।

৬.২০ সারাদেশের ক্রিকেটের উন্নয়নে অবকাঠামো, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সামাজিক সুবিধা বৃদ্ধিসহ আনুষঙ্গিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনে এক বা একাধিক ট্রাস্ট, কোম্পানী, সোসাইটি/ফাউন্ডেশন গঠন। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বিসিবি'র পক্ষে যেকোন শেয়ার বোর্ডের পরিচালনা পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে পদাধিকারবলে বোর্ড সভাপতি, পরিচালক এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা-এর অনুকূলে বরাদ্দকরণ।

৬.২১ সকল ধরনের খেলাধূলার উন্নয়ন ও প্রসারের স্বার্থে কর্মসূচী পরিচালনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা।

৬.২২ ক্রিকেট খেলার মাধ্যম বিশেষতঃ এসিসি এবং আইসিসি-এর পূর্ণ ও সহযোগী দেশসমূহ এবং সাধারণতঃ সমগ্র বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে বন্ধুত্ব, সংহতি ও পারস্পারিক সৌহার্দ্য, সহযোগিতা ও শান্তি স্থাপনে সহায়তা এবং সহযোগিতা প্রদান।

৬.২৩ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ক্রিকেট উন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে সহায়ক যে কোনও পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৬.২৪ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এর সর্বস্তরে সর্বোচ্চমানের সততা, স্বচ্ছতা, সুষ্থ ও দায়িত্বশীল প্রশাসন/ব্যবস্থাপনা, সর্বোন্নত অনুশাসন প্রবর্তন, প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও নিশ্চিতকরণ।

৬.২৫ ক্রিকেট খেলার মাধ্যমে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা এবং জনগণকে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করা।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ এফিলিয়েশন

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ এফিলিয়েশন ঃ

৭.১ **অস্থায়ী সদস্য পদ ঃ** বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের অধীনে অস্থায়ী ও স্থায়ী এফিলিয়েটেড সংস্থা থাকিবে। প্রাথমিকভাবে ক্রিকেটের উন্নয়নে অবদান রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান সমূহকে এই মর্মে আবেদনের প্রেক্ষিতে বিসিবি অনাধিক ০৪ (চার) বৎসরের জন্য অস্থায়ী সদস্য পদ প্রদান করিতে পারিবে। বিভিন্ন সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, রাষ্ট্রায়ত্ত আর্থিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাবোর্ডসমূহ এই ধরনের সদস্য পদের জন্য বিবেচিত হইবে। উক্ত সময়ের মধ্যে এই গঠনতন্ত্রে বর্ণিত স্থায়ী অধিভূক্ত সংস্থার যোগ্যতা অর্জনে অপরাগ হইলে অস্থায়ী সদস্য পদ চার বৎসর অন্তে স্বয়ংসিদ্ধভাবে বাতিল হইবে। উক্তরূপ অস্থায়ী সদস্য পদ প্রদানের ক্ষেত্রে বোর্ডের পরিচালনা পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৭.২ **স্থায়ী সদস্য পদ ঃ** পূর্ববর্তী ধারায় বর্ণিত অস্থায়ী সদস্য পদ প্রাপ্ত কোন ক্রিকেট সংস্থা এই গঠনতন্ত্রের ধারায় উল্লেখিত ন্যূনতম যোগ্যতা অর্জনের পরে বিসিবি বরাবরে যথানিয়মে দাখিলকৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে স্থায়ী এফিলিয়েশন লাভের মাধ্যমে সাধারণ পরিষদে তার অবস্থান অনুযায়ী নির্দিষ্ট ক্যাটাগরির সদস্য পদ ও ভোটাধিকার লাভ করিবে।

৭.৩ **এফিলিয়েশন ফিঃ**

(ক) এফিলিয়েশনের জন্য প্রত্যেক সদস্য-সংস্থাকে বিসিবি'র পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত ফি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে।

(খ) নির্ধারিত সময়ে ফি প্রদানে ব্যর্থ সংস্থার এফিলিয়েশন বাতিল হইবে। সেই ক্ষেত্রে বকেয়া এবং পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত জরিমানা প্রদান এবং অন্যান্য নির্ধারিত শর্ত পূরণপূর্বক এফিলিয়েশন নবায়ন করিতে হইবে।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ বিসিবি'র সংগঠন সমূহ

অনুচ্ছেদ - ৮ সাধারণ পরিষদঃ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এর সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হিসাবে একটি সাধারণ পরিষদ থাকিবে। প্রতিটি সংস্থা, ক্লাব ও অন্যান্য প্রতিনিধিবৃন্দ বা কাউন্সিলরগণ সাধারণ পরিষদের সদস্য হিসেবে পরিগণিত হইবেন ।

অনুচ্ছেদ - ৯ সাধারণ পরিষদ গঠন ঃ

৯.১ **আঞ্চলিক ও জেলা ক্রিকেট সংস্থার প্রতিনিধি (ক্যাটাগরি-১)ঃ**

(ক) প্রতিটি আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থা (ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকা ব্যতীত) হইতে ০১ (এক) জন করিয়া প্রতিনিধি থাকিবে। তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড অনুমোদিত নীতিমালা/বিধিমালা অনুযায়ী গঠিত হইতে হইবে এবং জাতীয় ক্রিকেট লীগ, জাতীয় ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নশীপ, জাতীয় যুব, বয়স ভিত্তিক ক্রিকেট এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত অন্য যে কোন প্রতিযোগিতায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করিতে হইবে। এর পাশাপাশি নিজ অঞ্চলে নিয়মিত ক্রিকেট লীগ পরিচালনা করিতে হইবে। আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থা (ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকা ব্যতীত) গঠিত না হওয়া পর্যন্ত বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থাকে আঞ্চলিক ক্রিকেট

সংস্থা হিসেবে গণ্য করা হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, প্রতিটি আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থা হইতে সাবেক ক্রিকেট খেলোয়াড় / ক্রিকেট সংগঠককে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিসিবির কাউন্সিলর হিসেবে ঐ আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি অথবা ক্ষেত্র বিশেষে ঐ বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি মনোনীত করিবেন।

(খ) প্রতিটি জেলা ক্রিকেট সংস্থা হইতে ০১ (এক) জন করিয়া প্রতিনিধি থাকিবে। তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড অনুমোদিত নীতিমালা/বিধিমালা অনুযায়ী গঠিত হইতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে জাতীয় ক্রিকেট লীগ, জাতীয় ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নশীপ, জাতীয় যুব, বয়স ভিত্তিক ক্রিকেট এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত অন্য কোন প্রতিযোগিতায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করিতে হইবে। এর পাশাপাশি নিজ অঞ্চলে নিয়মিত ক্রিকেট লীগ পরিচালনা করিতে হইবে। জেলা ক্রিকেট সংস্থার প্রশাসনিক ও অবকাঠামোগত সুবিধাদি গঠিত না হওয়া পর্যন্ত জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে জেলা ক্রিকেট সংস্থা হিসাবে গণ্য করা হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, প্রতিটি জেলা ক্রিকেট সংস্থা হইতে সাবেক ক্রিকেট খেলোয়াড় / ক্রিকেট সংগঠককে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিসিবির কাউন্সিলর হিসেবে ঐ জেলা ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি অথবা ক্ষেত্র বিশেষে ঐ জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি মনোনীত করিবেন।

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ঢাকা ৬২/৩, পুরানা পল্টন

৯.২ <u>ঢাকা মেট্রোপলিটন ক্লাব প্রতিনিধি (ক্যাটাগরি-২)ঃ</u>

(ক) ঢাকা মেট্রোপলিটন প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লীগে অংশগ্রহনকারী প্রত্যেক ক্লাব বা দলের ০১ (এক) জন করিয়া প্রতিনিধি থাকিবে।

(খ) ঢাকা মেট্রোপলিটন প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লীগে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক ক্লাব বা দলের ০১ (এক) জন করিয়া প্রতিনিধি থাকিবে ।

(গ) ঢাকা মেট্রোপলিটন দ্বিতীয় বিভাগ ক্রিকেট লীগে অংশগ্রহনকারী প্রত্যেক ক্লাব বা দলের ০১ (এক) জন করিয়া প্রতিনিধি থাকিবে ।

(ঘ) ঢাকা মেট্রোপলিটন তৃতীয় বিভাগ ক্রিকেট লীগে অংশগ্রহনকারী প্রত্যেক ক্লাব বা দলের ০১ (এক) জন করিয়া প্রতিনিধি থাকিবে ।

(ঙ) সর্বশেষ সমাপ্ত ক্রিকেট মৌসুমের ফলাফলের নিরিখে অর্জিত অবস্থান (ষ্ট্যান্ডিং) অনুযায়ী উপানুচ্ছেদ ৯.২ এর (ক-ঘ) উল্লেখিত ক্লাব বা দল সমূহের সাধারণ পরিষদের সদস্যপদ লাভের যোগ্যতার নিয়ামক হিসেবে গণ্য হইবে।

(চ) সর্বশেষ যে ক্রিকেট মৌসুমে ঢাকা মেট্রোপলিটন প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লীগ, ঢাকা মেট্রোপলিটন প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লীগ, ঢাকা মেট্রোপলিটন দ্বিতীয় বিভাগ ক্রিকেট লীগ এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন তৃতীয় বিভাগ ক্রিকেট লীগ সমূহ পূর্ণাঙ্গভাবে সমাপ্ত হইয়াছে, তাহা সর্বশেষ সমাপ্ত ক্রিকেট মৌসুম হিসেবে পরিগনিত হইবে।

৯.৩ <u>অন্যান্য প্রতিনিধি (ক্যাটাগরি-৩)ঃ</u>

৯.৩.১ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালনা পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে জাতীয় ক্রিকেট লীগ, জাতীয় ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নশীপ এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত অন্য কোন নিয়মিত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ দল এবং বিভিন্ন সংস্থা, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের প্রতিটির ০১ (এক) জন করিয়া প্রতিনিধি থাকিবে।

Bangladesh Cricket Board

৯.৩.২ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক মনোনীত সর্বমোট ০৫ (পাঁচ) জন প্রতিনিধি।

৯.৩.৩ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল ও প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে অংশগ্রহণকারী প্রাক্তন খেলোয়াড়বৃন্দের মধ্য হইতে ১০ (দশ) জন মনোনীত করিবেন।

৯.৩.৪ বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (বিকেএসপি) ০১ (এক) জন প্রতিনিধি ।

৯.৩.৫ বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার ০১ (এক) জন প্রতিনিধি ।

৯.৩.৬ বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশনের ০১ (এক) জন প্রতিনিধি।

৯.৩.৭ বাংলাদেশ ক্রিকেট আম্পায়ার্স ও স্কোরার্স এসোসিয়েশনের ০১ (এক) জন প্রতিনিধি।

৯.৩.৮ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়কদের মধ্য হইতে ০৫ (পাঁচ) জনকে মনোনীত করিবেন।

৯.৩.৯ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্ত অথবা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ক্রিকেট খেলোয়াড়দের সংস্থা বা সংগঠন থেকে ০১ (এক) জন প্রতিনিধি।

অনুচ্ছেদ -১০ সাধারণ পরিষদ সদস্য অযোগ্যতা ঃ

কোন ব্যক্তি অথবা কাউন্সিলর মনোনয়ন প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট সংস্থা, ক্লাব বা প্রতিষ্ঠান সাধারণ পরিষদে সদস্য মনোনীত হইবার, সদস্য থাকিবার এবং সদস্য মনোনয়ন প্রদানে যোগ্য হইবেন না, যদি-

১০.১ দেশের প্রচলিত ফৌজদারী আইন অনুসারে সাধারণ পরিষদের কোন সদস্য দন্ডপ্রাপ্ত হইলে অথবা আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হইলে বা মানসিকভাবে অসুস্থ প্রমাণিত হইলে।

১০.২ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডসহ দুই এর অধিক জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদের সদস্য বা কাউন্সিলর হইলে।

১০.৩ সাধারণ পরিষদ গঠনের জন্য মনোনীত প্রতিনিধি একের অধিক সংস্থা, ক্লাব, প্রতিষ্ঠান, বিভাগ অথবা শ্রেণীতে প্রতিনিধিত্ব করিলে।

১০.৪ কাউন্সিলর মনোনয়ন প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট সংস্থা, ক্লাব বা প্রতিষ্ঠান অনুচ্ছেদ-৯ এ বর্ণিত ক্যাটাগরি সমূহে থাকিবার যোগ্যতা হারাইলে।

অনুচ্ছেদ - ১১ ঃ সাধারণ পরিষদের দায়িত্ব ঃ সাধারণ পরিষদের দায়িত্ব ও কার্যপরিধি নিম্নরূপ হইবে ঃ

১১.১ বিসিবি'র গঠনতন্ত্র প্রণয়ন ও প্রয়োজনে সংশোধন যাহা পরবর্তীতে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

১১.২ গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রদান এবং এর অধীনে বিধি ও উপ-বিধি (বাইলজ) প্রণয়ন।

১১.৩ পরিচালনা পরিষদের পরিচালক নির্বাচন ।

১১.৪ পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক পেশকৃত বার্ষিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন ।

১১.৫ পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত এবং প্রধান অর্থ কর্মকর্তা কর্তৃক পেশকৃত বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব সংবলিত নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা, অনুমোদন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ।

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ঢাকা ৬/৩, পুরানা পল্টন

১১.৬ পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত বার্ষিক বাজেট পর্যালোচনা ও অনুমোদন ।

১১.৭ পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক সুপারিশকৃত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষার জন্য নিরীক্ষক নিয়োগ ও পারিতোষিক অনুমোদন।

১১.৮ পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক সুপারিশকৃত অঙ্গ সংগঠনকে স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়ে বিবেচনা ।

১১.৯ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহায়ক যে কোন পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

অনুচ্ছেদ-১২ সাধারণ পরিষদের সভা ঃ

১২.১ **বার্ষিক সাধারণ সভা ঃ** প্রতি অর্থ বৎসর সমাপ্তির অন্যূন ১২০ দিনের মধ্যে পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও নির্বাচিত স্থানে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে। সভার নির্ধারিত তারিখের ন্যূনতম ১৫ (পনের) দিন পূর্বে সকল সদস্যকে ডাক অথবা কুরিয়ার যোগে এবং দৈনিক পত্রিকায় প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি মূলে সভার তারিখ, সময় ও স্থান সম্পর্কে অবহিত করিতে হইবে। ডাক অথবা কুরিয়ার যোগে প্রেরিত বিজ্ঞপ্তির সহিত সভার আলোচ্যসূচী ভিত্তিক কার্যপত্র প্রেরণ করিতে হইবে। যদি কোন কারণে ১২০ (একশত বিশ) দিনের বেশী সময় অতিবাহিত হয়ে যায় সেক্ষেত্রে পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভার শুরুতেই বিগত বছর/বছরসমূহের বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজনের সাধারণ পরিষদের অনুমোদন নিতে হইবে।

১২.২ **আলোচ্য সূচী ঃ** বার্ষিক সাধারণ সভার আলোচ্যসূচীতে নিম্নোক্ত বিষয়াদি অর্ন্তভূক্ত থাকিবে ঃ

ক) পূর্ববর্তী বার্ষিক সাধারণ সভা অথবা বিশেষ সাধারণ সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।

খ) পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক পেশকৃত পূর্ববর্তী বৎসরের কার্যক্রমের প্রতিবেদন বিবেচনা ও অনুমোদন।

গ) পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত ও প্রধান অর্থ কর্মকর্তা কর্তৃক পূর্ববর্তী অর্থ বছরের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদন উপস্থাপন, পর্যালোচনা ও অনুমোদন।

ঘ) বোর্ডের চলতি আর্থিক সালের (১লা জুলাই থেকে ৩০শে জুন পর্যন্ত অর্থ বৎসরের) বাজেট পর্যালোচনা ও অনুমোদন।

ঙ) বোর্ডের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষার জন্য নিরীক্ষক নিয়োগ ও পারিতোষিক নির্ধারণ।

চ) বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের গঠনতন্ত্রের সংশোধন সমূহ উপস্থাপন, পর্যালোচনা এবং অনুমোদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

ছ) সভাপতি অথবা সাধারণ পরিষদের কোন সদস্যের উত্থাপিত কোন জরুরী বিষয় নিষ্পত্তি।

১২.৩ **তলবী সভার ঃ** সাধারণ পরিষদের মোট সদস্যের এক তৃতীয়াংশের লিখিত অনুরোধে সভাপতি ১৫ দিনের মধ্যে এক সপ্তাহের নোটিশে তলবী সভা আহবান করিবেন। সভাপতি তাহা না করিলে নোটিশ প্রদানকারী সদস্যদের ন্যূনতম দুই তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে সভায় যে কোন সদস্যকে সভা আহবানের কর্তৃত্ব প্রদান করা যাইবে। এরূপ ক্ষমতা প্রাপ্ত সদস্য নোটিশ জারীর মাধ্যমে তলবী সভা আহবান করিবেন।

১২.৪ **বিশেষ সাধারণ সভা ঃ** দুইটি বার্ষিক সাধারণ সভার মধ্যবর্তী সময়ে জরুরী কোন বিষয় নিষ্পত্তিকল্পে ন্যূনতম ১৫(পনের) দিনের নোটিশে সাধারণ পরিষদের বিশেষ সাধারণ সভার আয়োজন করা যাইবে।

১২.৫ **মূলতবী সভাঃ** কোন সভা মূলতবী হইলে তা আহবানের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন সময়ের প্রয়োজন হইবে না।

Bangladesh Cricket Board

১২.৬ **সাধারণ পরিষদের মেয়াদকাল** ঃ সাধারণ পরিষদের মেয়াদকাল ০৪ (চার) বৎসর হইবে।

১২.৭ **সাধারণ পরিষদে কাউন্সিলর মনোনয়ন** ঃ নির্বাচনের ৩০ দিন পূর্বে, অথবা কোন কারণে নুতন পরিচালনা পরিষদ গঠনের লক্ষ্যে নির্বাচনের প্রয়োজন হইলে সভাপতির নির্দেশক্রমে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক এই গঠনতন্ত্র মোতাবেক পরবর্তী সাধারণ পরিষদ গঠনের লক্ষ্যে অনুচ্ছেদ ৯.১, ৯.২ এবং ৯.৩ মোতাবেক কাউন্সিলর মনোনয়নের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের অবগত করিতে হইবে। মেয়াদ উত্তীর্ণের পূর্বে বা বোর্ড কর্তৃক প্রতিনিধির পরবর্তী নাম প্রেরণের নোটিশ প্রদানের পূর্বে কোন কাউন্সিলর পরিবর্তন করা যাইবে না। তবে কোন কাউন্সিলর পদত্যাগ, স্থায়ীভাবে প্রবাসী হওয়া, দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া অযোগ্য বা অক্ষম হওয়া, সংস্থার ক্ষেত্রে বদলী ও অবসর বা অনুচ্ছেদ ১০ অনুয়ায়ী অযোগ্য হওয়া অথবা মৃত্যুজনিত কারণেই কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, ক্লাব বা সমিতি কাউন্সিলর পরিবর্তন করার আবেদন জানাইতে পারে যাহা পরিচালনা পরিষদে অনুমোদিত হইতে হইবে।

১২.৮ **কোরাম** ঃ বার্ষিক সাধারণ সভা, বিশেষ সাধারণ সভা অথবা তলবী সভার ক্ষেত্রে পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যার ন্যূনপক্ষে এক তৃতীয়াংশের উপস্থিতি সভার কোরাম হইবে। তলবী সভা ব্যতীত অন্য কোন সভায় যদি কোরাম না হয় তবে মূলতবী সভাটি পরবর্তী কার্যদিবসে একই সময় এবং স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে। যদি কোন কারণে মূলতবী সভার স্থান পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয় তবে উহা সভা মূলতবী করিবার পূর্বেই উপস্থিত সকল সদস্যগণকে অবহিত করিতে হইবে। মূলতবী সভার ক্ষেত্রে লিখিত বিজ্ঞপ্তির প্রয়োজন হইবে না।

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ পরিচালনা পরিষদ ঃ

১৩.১ **গঠন প্রণালী** ঃ বিসিবি'র যাবতীয় নির্বাহী কার্যাদি সম্পাদনের জন্য একটি ২৫ (পঁচিশ) সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পরিষদ গঠিত হইবে। সভাপতি ও সহ-সভাপতি ব্যতীত পরিচালনা পরিষদের অন্যান্য সদস্যগণ পরিচালক হিসেবে অভিহিত হইবেন।

১৩.২ **পরিচালনা পরিষদের গঠন** ঃ

(ক) **পরিচালনা পরিষদ নিম্নোক্তভাবে গঠিত হইবে ঃ**

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি ও ২ (দুই) জন সহ-সভাপতি সহ ২৫ সদস্যের পরিচালনা পরিষদ নিম্নোক্তভাবে গঠিত হইবে।

পদ	সংখ্যা
সভাপতি: সভাপতি পদের প্রার্থীকে অবশ্যই পরিচালক হইতে হইবে। সভাপতি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড-এর পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন।	০১ (এক) জন
সহ-সভাপতি: সহ-সভাপতি পদের প্রার্থীকে অবশ্যই পরিচালক হইতে হইবে। এই নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।	০২ (দুই) জন
পরিচালক (সভাপতি ও দুইজন সহ-সভাপতি ব্যতীত)	২২ (বাইশ) জন
সর্বমোট	**২৫ (পঁচিশ) জন**

(খ) পরিচালনা পরিষদের সদস্য (**পরিচালক**) **গণের বিভাজন নিম্নরূপ হইবে ঃ**

১)	অনুচ্ছেদ ৯.১-এর আঞ্চলিক ও জেলা ক্রিকেট সংস্থাসমূহ প্রতিনিধি হইতে (ক্যাটাগরি-১) সর্বমোট	১০ (দশ) জন পরিচালক
১.১)	**ঢাকা** আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থা ও জেলা ক্রিকেট সংস্থাসমূহ হইতে	০২ (দুই) জন পরিচালক
১.২)	**চট্টগ্রাম** আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থা ও জেলা ক্রিকেট সংস্থাসমূহ হইতে	০২ (দুই) জন পরিচালক
১.৩)	**খুলনা** আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থা ও জেলা ক্রিকেট সংস্থাসমূহ হইতে	০২ (দুই) জন পরিচালক
১.৪)	**রাজশাহী** আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থা ও জেলা ক্রিকেট সংস্থাসমূহ হইতে	০১ (এক) জন পরিচালক
১.৫)	**রংপুর** আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থা ও জেলা ক্রিকেট সংস্থাসমূহ হইতে	০১ (এক) জন পরিচালক
১.৬)	**বরিশাল** আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থা ও জেলা ক্রিকেট সংস্থাসমূহ হইতে	০১ (এক) জন পরিচালক
১.৭)	**সিলেট** আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থা ও জেলা ক্রিকেট সংস্থাসমূহ হইতে	০১ (এক) জন পরিচালক
২)	অনুচ্ছেদ ৯.২ এর ঢাকা মেট্রোপলিটন ক্লাব প্রতিনিধি হইতে (ক্যাটাগরি-২)	১২ (বার) জন পরিচালক
৩)	অনুচ্ছেদ ৯.৩.১ হইতে ৯.৩.৬ পর্যন্ত সংস্থা হইতে (ক্যাটাগরি-৩)	০১ (এক) জন পরিচালক
৪)	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সাধারণ পরিষদের সকল কাউন্সিলর (ক্যাটাগরি-১, ক্যাটাগরি-২ এবং ক্যাটাগরি-৩) সদস্যদের মধ্য হইতে মনোনীত।	০২ (দুই) জন পরিচালক

(গ) নির্বাচন প্রক্রিয়াঃ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক মনোনীত পরিচালক ব্যতীত পরিচালনা পরিষদের সকল ক্যাটাগরির পরিচালকবৃন্দ স্ব-স্ব ক্যাটাগরির (ক্যাটাগরি-১, ক্যাটাগরি-২ এবং ক্যাটাগরি-৩) কাউন্সিলর কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। তবে ক্যাটাগরি-১ এর ক্ষেত্রে পরিচালকবৃন্দ স্ব-স্ব অঞ্চল/বিভাগের কাউন্সিলর কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। সাধারণ পরিষদের কোন সদস্য যদি ০১ (এক) এর অধিক কোন জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদ / পরিচালনা পরিষদের কর্মকর্তা বা সদস্য হইয়া থাকেন, তাহা হইলে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালক পদে নির্বাচনে প্রার্থী হইতে পারিবেন না। উল্লেখ থাকে যে, পরিচালনা পরিষদে নির্বাচিত হওয়ার পর কোন সদস্য যদি ০১ (এক) এর অধিক অন্য কোন জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনে কার্যনির্বাহী/পরিচালনা পরিষদের কর্মকর্তা বা সদস্য পদে অধিষ্ঠিত হন তাহা হইলে বোর্ডের পরিচালনা পরিষদে তাহার সংশ্লিষ্ট সদস্য পদ শূন্য হইবে।

(ঘ) সহ-সভাপতি নির্বাচন ঃ বোর্ডের পরিচালনা পরিষদ পরিচালকদের মধ্যে হইতে ০২ (দুই) জন সহ-সভাপতি নির্বাচিত করিবেন। এই নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(ঙ) নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণার ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে পূর্বতন পরিচালনা পরিষদ নব-নির্বাচিত পরিচালনা পরিষদের নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করিবে। অন্যথায় ১৬ (ষোল) তম দিবস হইতে নব-নির্বাচিত পরিচালনা পরিষদ দায়িত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

১৩.৩ পরিচালনা পরিষদের পরিচালকদের মৃত্যু, পদত্যাগ, মানসিক ভারসাম্যতাহীন অথবা শৃঙ্খলাজনিত শাস্তি প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে পদ শূন্য হইবে। মানসিক ভারসাম্যহীনতার বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে উপযুক্ত মেডিকেল বোর্ডের সিদ্ধান্ত থাকিতে হইবে। শৃঙ্খলাজনিত শাস্তির বিষয়টি সংশ্লিষ্ট বিধি অনুসারে নিশ্চিত করিতে হইবে।

১৩.৪ নির্বাচন পরবর্তীকালে কোন পরিচালকের পদ কোন কারনে শূন্য হইলে পরিচালনা পরিষদ সাধারণ পরিষদের সংশ্লিষ্ট সদস্যদের মধ্য থেকে সংশ্লিষ্ট ক্যাটাগরির পদ উপঅনুচ্ছেদ ১৩.২ (গ) অনুযায়ী পূরণ করিবে।

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ পরিচালনা পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা ঃ

১৪.১ পরিচালনা পরিষদের দায়িত্ব ঃ

(ক) সকল স্থায়ী কমিটি; উপ-কমিটি ও অন্যান্য কমিটি গঠন এবং কার্যপরিধি প্রণয়ন, পরিবর্ধন, পরিবর্তন, সকল কমিটির বাজেট, পরিকল্পনা ও কর্মসূচী অনুমোদন।

(খ) অন্ততঃ প্রতি ০২ (দুই) মাসে ০১ (এক) বার পরিচালনা পরিষদের সভা অনুষ্ঠান।

(গ) বার্ষিক সাধারণ সভা এবং বিশেষ সাধারণ সভার আয়োজন।

(ঘ) গঠনতন্ত্রের প্রয়োজনীয় সংশোধনী প্রস্তাব সাধারণ পরিষদের সভায় পেশের জন্য অনুমোদন।

(ঙ) বোর্ডের বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন।

(চ) বোর্ডের বার্ষিক কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

(ছ) বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষা সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(জ) পরিচালনা পরিষদের নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশন গঠন।

(ঝ) বোর্ডের সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা/কর্মচারী (পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন) ও পরিচালকবৃন্দের জন্য সুনির্দিষ্ট আচরণবিধি প্রণয়ন এবং শৃঙ্খলামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ ।

(ঞ) আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থা সমূহের সহিত যোগাযোগ রক্ষা এবং ঐ সকল সংস্থায় প্রতিনিধি মনোনয়ন।

(ট) বিভিন্ন দেশের ক্রিকেট সংস্থার সহিত যোগাযোগ রক্ষাকরণ ।

(ঠ) বোর্ডের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থা ।

(ড) গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রদান এবং প্রয়োজনীয় বিধি, উপ-বিধি প্রণয়ন ।

(ঢ) পরিচালনা পরিষদের কোন পদ শূন্য হইলে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য সেই শূন্য পদ সংশ্লিষ্ট ক্যাটাগরি হইতে পূরণের লক্ষ্যে নির্বাচন আয়োজনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ণ) বোর্ডের এফিলিয়েটেড সংস্থা সমূহের স্বীকৃতি প্রদানের ব্যবস্থা ।

(ত) বোর্ডের সার্বিক ব্যবস্থাপনাসহ আয়-ব্যয় হিসাব নিয়ন্ত্রণ ।

(থ) বোর্ডের উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ ।

(দ) সদস্য সংস্থার মধ্যে কাজের সমন্বয় সাধন ।

(ধ) পরিচালনা পরিষদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে নির্বাচনের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ।

(ন) বোর্ডের পক্ষে বাণিজ্যিক সকল চুক্তি অনুমোদন

(প) খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন ও অনুসরণ নিশ্চিতকরন ।

(ফ) বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত এইচ.আর পলিসি অনুযায়ী বিদেশী বিশেষজ্ঞসহ সকল বেতনভূক্ত কর্মকর্তা / কর্মচারী / পরামর্শদাতা (পূর্ণকালীন / খন্ডকালীন) নিয়োগ, পারিতোষিক নির্ধারণ, পদোন্নতির ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সাংগঠনিক কাঠামো গঠন ও চাকুরীর বিধিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ।

(ব) সকল জাতীয় দল অনুমোদন সহ অধিনায়ক, সহ-অধিনায়ক, কোচ এবং টীম ম্যানেজমেন্টের সকল সদস্য মনোনয়ন বা নির্বাচনকরণ এবং চূড়ান্ত অনুমোদন।

(ভ) **প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগঃ** বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ ও তাহার পারিশ্রমিক, পারিতোষিক এবং অন্যান্য সুবিধাদি নির্ধারণ। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক সময় সাপেক্ষে অর্পিত দায়িত্বের পাশাপাশি নিম্নোক্ত দায়িত্বসমূহ পালন করিবেন ঃ

(১) তিনি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড-এর পরিচালনা পরিষদের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবেন এবং পরিচালনা পরিষদের নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন স্থায়ী কমিটির সদস্য হইবেন কিন্তু কমিটিতে তাহার কোন ভোটাধিকার থাকিবে না ।

(২) তিনি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড-এর প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকিবেন এবং ক্রিকেট বোর্ডের কর্মকর্তা, কর্মচারীদের সার্বিক শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করিবেন।

(৩) তিনি সকল সময় সভাপতি তত্ত্বাবধানে ও অধীনে থাকিবেন এবং সভাপতির পরামর্শক্রমে পরিচালিত হইবেন।

(৪) তিনি প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সকল সময়ে সভাপতির সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিবেন এবং তাঁহাকে অবহিত করিবেন ।

(৫) তিনি পরিচালনা পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড-এর পক্ষে সকল চুক্তিপত্র, মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারষ্ট্যান্ডিং এবং লিগ্যাল ডকুমেন্ট এ স্বাক্ষর করিবেন। এছাড়াও তফসিলি ব্যাংকে রক্ষিত বোর্ডের হিসাব সমূহ পরিচালনা এবং যৌথভাবে চেক স্বাক্ষর করিবেন।

(৬) তিনি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সকল সম্পদ, সম্পত্তি, প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে সঠিক, নির্ভূল ও পূর্ণাঙ্গসূচী তৈরী ও সংরক্ষণ করিবেন।

(৭) তিনি সর্বদা সর্বোন্নত প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা শৈলীর মাধ্যমে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এর অর্থনৈতিক, ব্যবসায়িক, প্রশাসনিক ও ক্রীড়াগত প্রসার ও উন্নয়নে সচেষ্ট হইবেন।

(৮) তিনি সভাপতির নির্দেশক্রমে সকল সভা আহবান করিতে পারিবেন এবং সভাপতির পরামর্শের ভিত্তিতে সকল সভার কার্যপত্র ও কার্যবিবরণী প্রস্তুত করিবেন এবং উহার রেকর্ড সংরক্ষণ করিবেন।

(৯) তিনি পরিচালনা পরিষদ কিংবা কোন স্থায়ী কমিটির প্রয়োজন সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানের সহায়তায় প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন, প্রস্তাব তৈরী করিবেন এবং উহা সভাপতির মাধ্যমে পরিচালনা পরিষদ বা সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটিতে উপস্থাপন করিবেন।

(১০) তিনি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা'র দায়িত্ব পালনকালে ক্রিকেট সংক্রান্ত কোন সংস্থার, তাহা যেই নামেই অভিহিত হউক না কেন, তাঁর চাকুরীগত সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারিবেন না।

(ম) বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের প্রয়োজন অনুযায়ী জাতীয় দল, 'এ' দল, একাডেমী দল, বিভিন্ন বয়সভিত্তিক দল ও মহিলা দল সমূহের খেলোয়াড় নির্বাচনের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী পেশাদার নির্বাচক প্যানেল গঠন করিবে এবং নির্বাচক প্যানেলের কার্যপরিধি ও পারিতোষিক নির্ধারণ করিয়া দিবে।

(য) স্থায়ী ও অস্থায়ী কমিটি সমূহ ব্যতীত প্রয়োজনবোধে বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য যেকোন কমিটি গঠন করিবে।

(র) বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এর সহিত যে কোন আর্থিক সুবিধা সম্পর্কিত যাবতীয় আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক সম্পাদন ও উক্ত চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এর পক্ষে স্বাক্ষর করার অনুমতি অথবা অনুমোদন প্রদান।

(ল) **প্রধান অর্থ কর্মকর্তা নিয়োগ ঃ** বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এর একজন প্রধান অর্থ কর্মকর্তা মনোনয়ন বা নির্বাচনকরণ ও পারিশ্রমিক পারিতোষিক ও অন্যান্য সুবিধাদি নির্ধারণপূর্বক নিযুক্তিকরণ। প্রধান অর্থ কর্মকর্তা, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার অধীনে ও তত্ত্বাবধানে থাকিয়া পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবেন।

(শ) বোর্ডের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এইচআর পলিসি, প্রকিউরমেন্ট পলিসি, ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানুয়াল সহ বিভিন্ন ম্যানুয়াল, কোড অব কনডাক্ট প্রণয়ন ও অনুমোদন।

(ষ) বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণের সুবিধার্থে আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থা গঠন ও অনুমোদনসহ সংশ্লিষ্ট বিধিমালা প্রণয়ন করা এবং আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থার কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদন প্রদান।

(স) আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থার সকল বেতনভোগী প্রশিক্ষক/ কর্মকর্তা/কর্মচারী (পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন) এবং বাৎসরিক আয় ও ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষার জন্য নিরীক্ষক নিয়োগ।

১৪.২ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ও সহ-সভাপতির ক্ষমতা ঃ

১৪.২.১ সভাপতি ঃ

(ক) সাধারণ পরিষদ ও পরিচালনা পরিষদের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। প্রয়োজনে তিনি পরিচালনা পরিষদের কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে নির্ধারণী ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।

(খ) প্রয়োজনে সাধারণ পরিষদের বিশেষ সভা অথবা পরিচালনা পরিষদের জরুরী সভা আহবান করিতে পারিবেন ।

(গ) পরিচালনা পরিষদের কোন পদ শূন্য হইলে ঐ পদ পূরণের নিমিত্তে সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন ।

(ঘ) তিনি বিসিবির চাকুরীর বিধিমালা মোতাবেক বোর্ডের সকল বেতনভোগী কর্মকর্তা / কর্মচারী / পরামর্শদাতা (পূর্ণকালীন / খন্ডকালীন) নিয়োগ অনুমোদন করিবেন।

(ঙ) তিনি পরিচালনা পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনে চেক স্বাক্ষরসহ তফসীলি ব্যাংকে রক্ষিত হিসাব সমূহ পরিচালনা করিবেন ।

(চ) বোর্ডের কার্যক্রম সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন ।

(ছ) বোর্ডের সভাপতি দেশের খ্যাতনামা ক্রিকেটার/প্রখ্যাত ক্রিকেট সংগঠকদের মধ্য হইতে সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করিতে পারিবেন।

১৪.২.২ **সহ-সভাপতি** ঃ সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভাপতি কর্তৃক মনোনীত যে কোন একজন সহ-সভাপতি সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন। তবে, সভাপতি পদে আকস্মিক শূন্যতা সৃষ্টি হইলে অথবা সভাপতি কোন কারণে স্বীয়পদে দায়িত্ব পালনে অক্ষম বা অপারগ হইলে যথানিয়মে সভাপতি নিয়োগ না হওয়া অথবা সভাপতি পুনরায় দায়িত্ব পালন আরম্ভ না করা পর্যন্ত সভাপতি কর্তৃক মনোনীত ০১ (এক) জন সহ-সভাপতি সভাপতির দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন।

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ পরিচালনা পরিষদের কার্যকাল ঃ

১৫.১ **কার্যকাল ঃ** পরিচালনা পরিষদের কার্যকাল প্রথম সভার তারিখ হইতে ৪ (চার) বৎসর হইবে। তবে উল্লেখ থাকে যে, পরিচালনা পরিষদের নির্বাচন পরিচালনার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন গঠন হতে নব-নির্বাচিত পরিচালনা পরিষদের নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর-এর পূর্ব পর্যন্ত পূর্বতন পরিচালনা পরিষদ এই গঠনতন্ত্র অনুযায়ী অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবে।

১৫.২ **সদস্য পদের অবসান ঃ** কোন পরিচালকের পদ অবসান বা শূন্য হইবে যদি উক্ত পরিচালক শারীরিক অসুস্থতা, বিদেশ গমন বা যথাযথ কারণ ব্যতীরেকে পরিচালনা পরিষদের পর পর ০৩ (তিন) টি সভায় অনুপস্থিত থাকেন। তবে এইক্ষেত্রে প্রচলিত সকল আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পরিচালনা পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হইবে; অথবা বোর্ডের পরিচালক নির্বাচিত হওয়ার পর ০১ (এক) এর অধিক অন্য যে কোন জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদ বা পরিচালনা পরিষদের সদস্য বা অন্যকোনও পদে অধিষ্ঠিত হইলে।

১৫.৩ **সভা ও কোরাম ঃ**

ক) পরিচালনা পরিষদের সভা আহবানের কমপক্ষে ৩ (তিন) কার্যদিবস পূর্বে নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে অবহিত করিতে হইবে এবং সেই ক্ষেত্রে কোরামের জন্য এক তৃতীয়াংশের উপস্থিতি প্রয়োজন হইবে।

খ) পরিচালনা পরিষদের মূলতবী সভার ক্ষেত্রে লিখিত সিদ্ধান্ত এবং কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

গ) যেকোন অতি জরুরী প্রয়োজনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দিলে এবং সেই ক্ষেত্রে পরিচালনা পরিষদের সভা আহবানের কমপক্ষে ৩ (তিন) কার্যদিবস না থাকিলে সে ক্ষেত্রে পরিচালনা পরিষদের জরুরী সভা আহবান করা যাইবে এবং কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

ঘ) পরিচালনা পরিষদের জরুরী সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অবশ্যই পরিচালনা পরিষদের পরবর্তী নিয়মিত সভায় অবহিতকরণের জন্য উপস্থাপিত হইবে।

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ স্থায়ী কমিটি ঃ

(ক) পরিচালনা পরিষদ বোর্ডের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য (খ) উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত স্থায়ী কমিটিসহ প্রয়োজনীয় উপ-কমিটি গঠন করিয়া তাহাদের কার্যপরিধি নির্ধারণ করিয়া দিবে। পরিচালনা পরিষদ স্থায়ী কমিটি সমূহের কার্যাদি সমন্বয় সাধনের জন্য পরিচালকবৃন্দ হইতে সর্বোচ্চ ১১ (এগার) সদস্য বিশিষ্ট একটি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিবে।

(খ) ওয়ার্কিং কমিটি এবং সিসিডিএম ব্যতীত সকল স্থায়ী কমিটি সমূহ সর্বোচ্চ ০৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট হইবে। ইহাতে একজন চেয়ারম্যান, একজন ভাইস চেয়ারম্যান, একজন সদস্য-সচিব, একজন যুগ্ম-সদস্য সচিব ও তিনজন সদস্য থাকিবেন। প্রয়োজনে প্রতিটি স্থায়ী কমিটিতে বিসিবি পরিচালনা পরিষদের অনুমোদনক্রমে অতিরিক্ত সদস্য অর্ন্তভূক্ত করিতে পারিবেন।

(গ) সকল স্থায়ী কমিটি সমূহের চেয়ারম্যান বিসিবির পরিচালনা পরিষদের সদস্যদের মধ্য হইতে মনোনীত হইবেন। ভাইস-চেয়ারম্যান, সদস্য সচিব, যুগ্ম সদস্য সচিব ও সদস্য বিসিবি'র কাউন্সিলরদের মধ্য

হইতে মনোনীত হইবেন। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে পরিচালনা পরিষদের অনুমোদনক্রমে ক্রিকেট সংগঠক, সাবেক খেলোয়াড় ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্য হইতে স্থায়ী কমিটির সর্বোচ্চ ০১ (এক) জন সদস্য মনোনীত করিতে পারিবেন।

(ঘ) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা প্রতিটি স্থায়ী কমিটির সভায় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, স্থায়ী কমিটির কোন সিদ্ধান্তের বিষয়ে তাহার কোন ভোটাধিকার থাকিবে না

(ঙ) স্থায়ী কমিটি সমূহের বিশদ গঠন, সভা আহবান, আয়োজন, সংগঠন, সিদ্ধান্ত ও ভোটাধিকার পদ্ধতি পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক প্রণোদিত বিধি-বিধান মতে পরিচালিত হইবে।

(চ) প্রতিটি স্থায়ী কমিটি প্রতি মাসে অন্তত ০১ (এক) টি সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিবে তবে প্রতি অর্থ বছরে সর্বোচ্চ ১২ (বার) টি সভা আহবান করা যাবে।

(ছ) এই সকল স্থায়ী কমিটির কার্যাবলীতে সন্তুষ্ট না হইলে পরিচালনা পরিষদ যে কোন স্থায়ী কমিটির পূণর্গঠন/পরিবর্তন করিতে পারিবে ।

(জ) পরিচালনা পরিষদ নিম্নে বর্ণিত স্থায়ী কমিটি সমূহ গঠন করিতে পারিবে ঃ

স্থায়ী কমিটি

১। ওয়ার্কিং কমিটি
২। ক্রিকেট অপারেশন্স কমিটি
৩। ফাইনান্স কমিটি
৪। ডিসিপ্লিনারী কমিটি
৫। গেইম ডেভেলপমেন্ট কমিটি
৬। টুর্নামেন্ট কমিটি
৭। বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্ট কমিটি
৮। গ্রাউন্ডস্ কমিটি
৯। ফ্যাসিলিটিজ ম্যানেজমেন্ট কমিটি
১০। আম্পায়ার্স কমিটি
১১। মার্কেটিং এন্ড কমার্শিয়াল কমিটি
১২। মেডিক্যাল কমিটি
১৩। টেন্ডার এন্ড পারচেজ কমিটি
১৪। মিডিয়া এন্ড কমিউনিকেশনস্ কমিটি
১৫। অডিট কমিটি
১৬। উইমেন্স উইং
১৭। লজিষ্টিক এন্ড প্রোটোকল কমিটি
১৮। সিকিউরিটি কমিটি
১৯। ক্রিকেট কমিটি অব ঢাকা মেট্রোপলিস (সিসিডিএম)
২০। হাইপারফরমেন্স কমিটি
২১। ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড ক্রিকেট উইং
২২। বাংলাদেশ টাইগার্স
২৩। ওয়েলফেয়ার কমিটি

(ঝ) পরিচালনা পরিষদের অনুমোদনক্রমে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ ক্রিকেটের উৎকর্ষ সাধনের জন্য প্রয়োজনে আরো স্থায়ী কমিটি গঠন করতে পারবে। উক্ত কমিটির গঠন প্রণালী এবং কার্যক্রম পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ স্থায়ী কমিটি সমূহের ক্ষমতা ও দায়িত্ব ঃ

স্থায়ী কমিটি সমূহের ক্ষমতা ও দায়িত্ব নিম্নরূপ ঃ

(১) **ওয়ার্কিং কমিটি ঃ**

(ক) ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যবৃন্দ পরিচালনা পরিষদের পরিচালকদের মধ্য হইতে মনোনীত হইবেন।

(খ) ওয়ার্কিং কমিটি পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক গঠিত স্থায়ী কমিটি সমূহের সমন্বয় সাধন করিবে।

(গ) পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক অর্পিত সংশ্লিষ্ট অন্য কোন দায়িত্ব পালন করিবে ।

(২) **ক্রিকেট অপারেশনস কমিটি ঃ**

(ক) ক্রিকেট অপারেশন কমিটি আইসিসি এবং এসিসি ক্যালেন্ডারের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাৎসরিক ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করিবেন।

(খ) জাতীয় দল ও 'এ' দলের বিদেশ সফরের যাবতীয় পরিকল্পনা ও যোগাযোগ রক্ষাকরণ। উক্ত দল সমূহের সকল প্রকার ট্রেনিং সরঞ্জাম সহ পোষাকাদির ব্যবস্থাকরণ, পরিচালনা পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রশিক্ষক ও সকল সাপোর্ট স্টাফ মনোনয়ন।

(গ) পরিচালনা পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে খেলোয়াড়দের স্ট্যাটাস, তাহাদের চুক্তির যাবতীয় বিষয়াবলী নির্ধারণ, বাস্তবায়ন, ক্রিকেটের সকল টেকনিক্যাল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ।

(ঘ) বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড আয়োজিত সকল খেলার বাইলজ ও প্লেইং কন্ডিশন প্রণয়ন।

(ঙ) জাতীয় দল, 'এ' দল এবং বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অন্য যেকোন দলের অনুশীলনের ব্যবস্থা এবং সার্বিক দায়িত্ব পালন।

(চ) পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক অর্পিত সংশ্লিষ্ট অন্য যে কোনও দায়িত্ব পালন করিবে ।

(৩) **ফাইনান্স কমিটি ঃ**

(ক) অর্থ কমিটি প্রতি আর্থিক বৎসরের সামগ্রিক কার্যক্রমের জন্য বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড-এর বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন করিয়া উহা প্রধান অর্থ কর্মকর্তা দ্বারা পরিচালনা পরিষদের মাধ্যম সাধারণ পরিষদের সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করিবে।

(খ) অনুমোদিত বাজেটের অর্থ সংগ্রহ করিবে ও বিসিবি অনুমোদিত ফিনান্সিয়াল ম্যানুয়াল অনুযায়ী আয় ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করিবে।

(গ) পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক অর্পিত সংশ্লিষ্ট যে কোনও দায়িত্ব পালন করিবে।

(৪) **ডিসিপ্লিনারী কমিটি ঃ**

(ক) এই কমিটি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড-এর সকল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী দলের কর্মকর্তা/খেলোয়াড়-এর বিরুদ্ধে অনিয়ম ও শৃঙ্খলা বিরোধী আচরনের অভিযোগ তদন্ত করিয়া বিধান অনুযায়ী বিচার করিয়া প্রয়োজনবোধে দন্ডাদেশ প্রদান করিবে ।

(খ) পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক অর্পিত সংশ্লিষ্ট যে কোনও দায়িত্ব পালন করিবে ।

(৫) **গেইম ডেভেলপমেন্ট কমিটি ঃ**

(ক) দেশব্যাপী ক্রিকেটের অবকাঠামো সৃষ্টি ও সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ।

(খ) দেশব্যাপী খেলোয়াড়দের ক্রিকেটশৈলী ও মান-উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশী/বিদেশী কোচ/ বিশেষজ্ঞ ও প্রশিক্ষক নিয়োগের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ।

(গ) আন্তর্জাতিক ক্রিকেট অঙ্গনে ক্রীড়াশৈলীর পাশাপাশি খেলোয়াড়দের মানসিক বিকাশ ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশী/বিদেশী সংস্থা/বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় সেমিনার, কোর্স, মনস্তাত্ত্বিক কাউন্সেলিং, ভাষা শিক্ষা, লাইব্রেরী ও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধাদি।

(ঘ) স্কুলসহ বিভিন্ন যুব, বয়সভিত্তিক জাতীয় দল, একাডেমী দলের দেশে-বিদেশে সফরের যাবতীয় পরিকল্পনা ও যোগাযোগ রক্ষাকরণ, অনুশীলন, ট্রেনিং সরঞ্জাম সহ পোষাকাদির ব্যবস্থাকরণ।

(ঙ) সকল বয়সভিত্তিক দলের অনুশীলনের ব্যবস্থা ও তাদের সার্বিক দায়িত্ব পালন।

(চ) বিসিবি ন্যাশনাল ক্রিকেট একাডেমীর কার্যক্রম পরিচালনা।

(ছ) পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক অর্পিত সংশ্লিষ্ট যে কোনও দায়িত্ব পালন করিবে ।

(৬) **টুর্নামেন্ট কমিটি ঃ**

(ক) বিসিবি কর্তৃক আন্তঃ আঞ্চলিক, জাতীয় লীগ, জাতীয় চ্যাম্পিয়শীপ, জাতীয় ক্লাব চ্যাম্পিয়নশীপসহ অন্যান্য ক্রিকেট টুর্নামেন্ট / লীগ আয়োজন।

(খ) পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক অর্পিত সংশ্লিষ্ট যে কোনও দায়িত্ব পালন করিবে ।

(৭) **বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্ট কমিটি ঃ**

(ক) বিসিবি কর্তৃক আন্ত আঞ্চলিক স্কুল টুর্নামেন্টসহ অনুর্ধ্ব-১৩ থেকে অনুর্ধ্ব-১৯ সহ বিভিন্ন বয়সভিত্তিক এবং জাতীয় যুব ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নশীপ আয়োজন।

(খ) পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক অর্পিত সংশ্লিষ্ট যে কোনও দায়িত্ব পালন করিবে ।

(৮) **গ্রাউন্ডস কমিটি ঃ**

(ক) বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড আয়োজিত বা উহার আওতাধীন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক/ জাতীয়/ আঞ্চলিক/যুব/বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতা ও লীগের জন্য নির্দিষ্ট মাঠ ও আনুষঙ্গিক সকল সুযোগ সুবিধাদি নিশ্চিতকরণ এবং মাঠ ও পিচ যথাযথ মান সম্পন্নভাবে উন্নয়ন ও রক্ষনাবেক্ষন।

(খ) আন্তর্জাতিকমানের ক্রিকেট পিচ ও মাঠের রক্ষণাবেক্ষনের জন্য কিউরেটর ও গ্রাউন্ডস ম্যানদের প্রশিক্ষণ ও সেমিনারের আয়োজন করা।

(গ) পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক অর্পিত সংশ্লিষ্ট অন্য যে কোনও দায়িত্ব পালন করিবে ।

(৯) **ফ্যাসিলিটিজ ম্যানেজমেন্ট কমিটি ঃ**

(ক) বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড আয়োজিত বা উহার আওতাধীন, বিশেষ করিয়া আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার জন্য আন্তর্জাতিকমানের গ্যালারী, ড্রেসিংরুম, শৌচাগার সহ সকল ধরণের অবকাঠামো ও অন্যান্য সুবিধাদি বাস্তাবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষনের ব্যবস্থাকরণ।

(খ) খেলোয়াড়দের ক্রীড়াশৈলী, শারীরিক ও মানসিক সমৃদ্ধির বিকাশ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে জিমনেশিয়াম ও ইনডোর প্র্যাকটিস ফ্যাসিলিটিজ সহ সকল ধরণের অবকাঠামো নিশ্চিতকরণ ও রক্ষণাবেক্ষনের ব্যবস্থা।

গ) পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক অর্পিত সংশ্লিষ্ট অন্য যে কোনও দায়িত্ব পালন করিবে ।

(১০) **আম্পায়ার্স কমিটি** ঃ

(ক) বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড-এর আওতাধীন সকল খেলা পরিচালনার জন্য আম্পায়ার স্কোরার ও ম্যাচ রেফারীদের মনোনয়ন ।

(খ) আম্পায়ার, স্কোরার ও ম্যাচ রেফারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রিফ্রেশার্স/প্রশিক্ষণ কোর্স এবং সেমিনার/কনভেনশন/কর্মশালাসহ উচ্চতর প্রশিক্ষণ ।

(গ) আম্পায়ার, স্কোরার ও ম্যাচ রেফারীদের ব্যবস্থাপনা ।

(ঘ) পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক অর্পিত সংশ্লিষ্ট অন্য যে কোনও দায়িত্ব পালন করিবে ।

(১১) **মার্কেটিং ও কমার্শিয়াল কমিটি** ঃ

(ক) বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড-এর বানিজ্যিক আয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিতে সময়োপযোগী ও আন্তর্জাতিকমানের নীতিমালা নির্ধারণ।

(খ) ক্রিকেট উন্নয়নের জন্য অর্থ সংগ্রহের নিমিত্তে স্পনসর প্রতিষ্ঠান/সংস্থার সহিত যোগাযোগসহ যাবতীয় মার্কেটিং এর কাজ সম্পাদন।

(গ) সকল খসড়া বানিজ্যিক চুক্তি/সমঝোতা পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে সম্পাদন করা।

(ঘ) বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ডিজিটাল প্রোপার্টি (Digital Property) রক্ষণাবেক্ষন, বানিজ্যকরণসহ (Commercial Monetization) এ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় নীতিমালা প্রণয়ন, পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন।

(ঙ) পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক অর্পিত সংশ্লিষ্ট অন্য যে কোনও দায়িত্ব পালন করিবে ।

(১২) **মেডিক্যাল কমিটি** ঃ

(ক) বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও পর্যায়ক্রমিক পরীক্ষা/নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা ।

(খ) জাতীয় খেলোয়াড়দের ফিটনেস রক্ষার্থে মেডিক্যাল সুযোগ-সুবিধা ও প্রয়োজনে প্রশিক্ষিত ফিজিওথেরাপিষ্ট/ফিটনেস ট্রেইনার এর ব্যবস্থা।

(গ) বিভিন্ন জাতীয় দলের ক্রিকেট খেলোয়াড়দের আঘাত জনিত ও অন্যান্য অসুস্থতায় দেশে/বিদেশে দক্ষ, উন্নত, কার্যকরী ও আশু চিকিৎসার ব্যবস্থা।

(ঘ) পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক অর্পিত সংশ্লিষ্ট অন্য যে কোনও দায়িত্ব পালন করিবে ।

(১৩) **টেন্ডার এন্ড পারচেজ কমিটি** ঃ

(ক) বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এর সকল প্রকার ক্রয় ও বিক্রয়।

(খ) বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা অনুসরণ করতঃ প্রয়োজনীয় টেন্ডার আহবানের মাধ্যমে যাচাই বাছাই করিয়া কার্যাদেশ প্রদানের জন্য ব্যবস্থা।

(গ) পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক অর্পিত সংশ্লিষ্ট অন্য যে কোনও দায়িত্ব পালন করিবে ।

(১৪) **মিডিয়া এন্ড কমিউনিকেশনস্ কমিটি ঃ**

(ক) বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এর জনসংযোগমূলক সকল কার্যক্রম সম্পাদন।

(খ) যে কোন ধরনের সংবাদ সম্মেলন, মিডিয়া রিলিজ এবং মিডিয়ার জন্য স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক খেলার মিডিয়া এ্যাক্রেডিটেশন কার্ড ইস্যু সহ আনুষঙ্গিক যাবতীয় কাজ।

(গ) বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এর সকল আন্তর্জাতিক/ঘরোয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্ট সমূহ আয়োজনকালে টেলিভিশন, রেডিও এবং ব্রডকাস্টিং সংস্থাসমূহের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ।

(ঘ) এই কমিটি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের বিভিন্ন প্রকাশনা সংক্রান্ত সার্বিক দায়িত্ব পালন করিবে।

(ঙ) পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক অর্পিত সংশ্লিষ্ট অন্য যে কোনও দায়িত্ব পালন করিবে ।

(১৫) **অডিট কমিটি ঃ**

(ক) এই কমিটি প্রতি ০৩ (তিন) মাসে অন্তত একবার বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের আয়-ব্যয় ও আনুষঙ্গিক সমস্ত বিষয়ের আভ্যন্তরীণ অডিট করাইবে ও তাহার রিপোর্ট কমিটির সুপারিশসহ কার্যনির্বাহী পরিষদে পেশ করিবে।

(খ) পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক অর্পিত সংশ্লিষ্ট যেকোনও দায়িত্ব পালন করিবে।

(১৬) **উইমেন্স উইংঃ**

(ক) এই কমিটি দেশব্যাপী মহিলা ক্রিকেটের অবকাঠামো সৃষ্টি এবং সার্বিক উন্নয়ণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিবে।

(খ) দেশব্যাপী মহিলা ক্রিকেট খেলোয়াড়দের ক্রিকেট শৈলী ও মান উন্নয়ণের লক্ষ্যে দেশী-বিদেশী কোচ, বিশেষজ্ঞ ও প্রশিক্ষক নিয়োগের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিবে।

(গ) এই কমিটি সারাদেশে মহিলা ক্রিকেট খেলোয়াড়দের অনুশীলন ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করিবে।

(ঘ) পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক অর্পিত সংশ্লিষ্ট যেকোনও দায়িত্ব পালন করিবে।

(১৭) **লজিষ্টিক এন্ড প্রোটকল কমিটি ঃ**

(ক) এই কমিটি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত বা উহার আওতাধীন বিভিন্ন জাতীয়, আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক, যুব বা বয়সভিত্তিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় প্রয়োজনীয় লজিষ্টিক এন্ড প্রোটকল সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করিবে।

(খ) বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের আমন্ত্রণে আগত বিদেশী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও অতিথিদের বাংলাদেশে অবস্থানকালে প্রয়োজনীয় লজিষ্টিক ও প্রোটকল সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করবে।

(গ) বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিতব্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা সভা আয়োজনের সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করিবে।

(ঘ) পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক অর্পিত সংশ্লিষ্ট যেকোনও দায়িত্ব পালন করিবে।

(১৮) **সিকিউরিটি কমিটি** ঃ

(ক) বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড আয়োজিত বিভিন্ন ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ / টুর্নামেন্ট/সিরিজ এবং বোর্ডের আওতাধীন বিভিন্ন ক্রিকেট কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা প্রদানের লক্ষ্যে এতদ্সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ।

(খ) বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের আওতাধীন, বিশেষ করিয়া বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট/সিরিজ আয়োজনের লক্ষ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং নিরাপত্তা সংস্থার সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত কাজের সমন্বয় সাধন।

(গ) আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) ও এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি) সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষাকরণ এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ।

(ঘ) পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক অর্পিত সংশ্লিষ্ট অন্য যে কোনও দায়িত্ব পালন করিবে ।

(১৯) **ক্রিকেট কমিটি অব ঢাকা মেট্রোপলিস (সিসিডিএম) ঃ**

(ক) ক্রিকেট কমিটি অব ঢাকা মেট্রোপলিস সংক্ষেপে সিসিডিএম নামে অভিহিত হইবে ।

(খ) ঢাকা মহানগরীর সকল প্রকার ক্রিকেট প্রতিযোগিতা (টুর্নামেন্ট/লীগ) পরিচালনা ওব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করিবে ।

(গ) কমিটির গঠন কাঠামো নিম্নরূপ হইবে ঃ

(i) ০১ জন চেয়ারম্যান
(ii) ০১ জন সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান
(iii) ০৩ জন ভাইস-চেয়ারম্যান
(iv) ০১ জন সদস্য সচিব
(v) ০১ জন যুগ্ম সদস্য সচিব
(vi) সদস্য (সদস্যগণ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এর পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা অনুযায়ী মনোনীত হইবে)।

(ঘ) পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক অর্পিত সংশ্লিষ্ট অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন করিবে।

(২০) **হাই-পারফরমেন্স কমিটি ঃ**

(ক) হাই-পারফরমেন্স কমিটি নির্ধারিত কর্মসূচীর আওতায় সারা দেশ থেকে পর্যাপ্ত সংখ্যক দক্ষ এবং প্রতিভাবান খেলোয়াড় অন্বেষন করে একটি হাই-পারফরমেন্স দল নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের খেলোয়াড় চাহিদা পুরনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিবে।

(খ) এই সকল খেলোয়াড়দের ক্রিকেট শৈলী এবং মানোন্নয়নের লক্ষ্যে দেশী/বিদেশী বিশেষায়িত কোচ ও প্রশিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণের পাশাপাশি খেলোয়াড়দের মানষিক বিকাশ ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন সেমিনার, কোর্স, মনস্তাত্ত্বিক কাউন্সেলিং, ভাষা শিক্ষা, ও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের যাবতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

(গ) প্রয়োজনে হাই-পারফরমেন্স দলের বিদেশ সফরের যাবতীয় পরিকল্পনা ও যোগাযোগ রক্ষাকরণ।

(ঘ) পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক অর্পিত সংশ্লিষ্ট অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন করিবে

(২১) **ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড্ ক্রিকেট উইং ঃ**

(ক) এই কমিটি দেশব্যাপী ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড্ ক্রিকেট (যথাঃ ব্লাইন্ড, বধির, হুইল চেয়ারড্ সহ অন্যান্য যে কোন ধরনের ফিজিক্যালি ডিজিব্যাল)-এর অবকাঠামো সৃষ্টি এবং সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিবে।

(খ) দেশব্যাপী ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড্ ক্রিকেট খেলোয়াড়দের ক্রিকেট শৈলী ও মান উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশী/বিদেশী কোচ, বিশেষজ্ঞ ও প্রশিক্ষক নিয়োগের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিবে।

(গ) এই কমিটি সারাদেশে ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড্ ক্রিকেট খেলোয়াড়দের প্রতিভা অন্বেষণ, অনুশীলন ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করিবে।

(ঘ) প্রয়োজনে ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড্ ক্রিকেট দলের বিদেশ সফর / আন্তর্জাতিক টূর্ণামেন্ট এ অংশগ্রহণের যাবতীয় পরিকল্পনা ও যোগাযোগ রক্ষাকরণ।

(ঙ) পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক অর্পিত সংশ্লিষ্ট যে কোন দায়িত্ব পালন করিবে ।

(২২) **বাংলাদেশ টাইগার্স ঃ**

(ক) বাংলাদেশ টাইগার্স প্রোগ্রামের আওতায় বাছাইকৃত খেলোয়াড়দের ক্রিকেট শৈলী এবং মানোন্নয়নের লক্ষ্যে দেশী/বিদেশী কোচ, ফিজিও, ট্রেইনার ও অন্যান্য পদে জনবল নিয়োগসহ বছরব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ এবং জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রয়োজনানুযায়ী খেলোয়াড় চাহিদা পুরনের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিবে। এক্ষেত্রে, বাংলাদেশ টাইগার্স কমিটি বিসিবি'র ক্রিকেট অপারেশন্স, হাই-পারফরমেন্স ও গেইম ডেভলপমেন্ট কমিটির সহিত সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

(খ) বাছাইকৃত খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণের পাশাপাশি খেলোয়াড়দের মানসিক বিকাশ ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন সেমিনার, কোর্স, মনস্তাত্বিক কাউন্সেলিং, ভাষা শিক্ষা ও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের যাবতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিবে।

(গ) পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক অর্পিত সংশ্লিষ্ট অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন করিবে।

(২৩) **ওয়েলফেয়ার কমিটি ঃ**

(ক) বিসিবি ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্টের সাথে সমন্বয়নপূর্বক অসহায়, অসুস্থ্য ও দূর্দশাগ্রস্থ প্রাক্তন ও বর্তমান ক্রিকেট খেলোয়াড় ও তাদের পরিবারবর্গ, ক্রীড়া সংগঠক, কোচ, ম্যাচ অফিসিয়ালস্, ক্রীড়া সাংবাদিক, বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও তাদের পরিবারবর্গকে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আর্থিক অথবা চিকিৎসা সহায়তা প্রদান অথবা প্রদর্শনী/ বেনিফিট ম্যাচ আয়োজন এবং এতদ্উদ্দেশ্যে কল্যাণ তহবিল গঠনের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

(খ) কোন দূর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মহামারীর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা, ত্রাণ ও পূর্নবাসন কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা এবং প্রয়োজনে ত্রাণ তহবিল গঠনের পাশাপাশি যে কোন কল্যাণ ও সেবামূলক কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

(গ) পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক অর্পিত সংশ্লিষ্ট অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন করিবে।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ উপদেষ্টা কমিটি

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ উপদেষ্টা কমিটি ঃ

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি দেশের খ্যাতনামা ক্রিকেটার/প্রখ্যাত ক্রিকেট সংগঠকদের মধ্য হইতে সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করিতে পারিবেন। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি এই উপদেষ্টা কমিটির সদস্যদের নিকট হইতে প্রয়োজনে উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করিবেন। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি প্রয়োজনে উপদেষ্টা কমিটির যে কোন সদস্যকে অথবা সকল সদস্যকে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালনা পরিষদের সভায় উপস্থিত থাকিবার জন্য আমন্ত্রণ করিতে পারিবেন। তবে উপদেষ্টা কমিটির কোন ভোটাধিকার থাকিবে না। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি প্রয়োজনে এই কমিটির যে কোন সদস্যকে অথবা সকল সদস্যকে যে কোন স্থায়ী কমিটিতে অর্ন্তভূক্ত করিতে পারিবেন।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ নির্বাচন

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ নির্বাচন ঃ

(ক) অনুচ্ছেদ ১৩ অনুযায়ী পরিচালনা পরিষদ নির্বাচনের জন্য পরিচালনা পরিষদ একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করিবেন এবং নির্বাচন পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহন করিবে।

(খ) পরিচালনা পরিষদের কোন পদ শুন্য হইলে সেই শূন্য পদ পূরণের লক্ষ্যে পরিচালনা পরিষদ একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করিবেন এবং উক্ত কমিশন নির্বাচন পরিচালনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(গ) পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক গঠিত নির্বাচন কমিশন, নির্বাচন পরিচালনার লক্ষ্যে যাবতীয় নির্বাচন বিধিমালা প্রণয়ন, সিডিউল প্রদান, ভোটার তালিকা চুড়ান্তকরণসহ নির্বাচনের যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা পালন পূর্বক নির্বাচন সম্পন্ন করিবে।

(ঘ) নির্বাচন কমিশন স্বশরীরে, পোস্টাল এবং ইলেকট্রনিক ব্যালটের মাধ্যমে ভোট প্রদানের ব্যবস্থা করিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ আর্থিক বিধি বিধান

অনুচ্ছেদ- ২০ ঃ তহবিল সংগ্রহ ও পরিচালনা ঃ

(১) বিসিবি'র একটি নিজস্ব তহবিল থাকিবে। এই তহবিল পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত এক বা একাধিক যে কোন তফসিলী ব্যাংকে সঞ্চিত রাখা হইবে।

(২) বিসিবি'র তহবিল বৃদ্ধির জন্য নিম্নোক্ত খাত সমূহ হইতে অর্থ সংগ্রহ করা যাইবে ঃ

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান।

(খ) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান।

(গ) ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ।

(ঘ) বিসিবি'র এবং উহার কোন অঙ্গসংগঠন কর্তৃক আয়োজিত আভ্যন্তরীণ অথবা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতার টিকেট বিক্রয়লব্ধ অর্থ ।

(ঙ) কোন সিরিজ বা টুর্নামেন্টের পৃষ্ঠপোষক কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান/আয় ।

(চ) কোন ঘড়োয়া ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সম্প্রচার স্বত্ব বিক্রয়লব্ধ আয় ।

(ছ) আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতা উপলক্ষ্যে বিজ্ঞাপন বাবদ অর্জিত আয়।

(জ) বিসিবি'র সঞ্চিত অর্থ হইতে অর্জিত আয় ।

(ঝ) বিসিবি'র কর্তৃক সঞ্চিত অর্থলগ্নির মাধ্যমে প্রাপ্ত লভ্যাংশ ।

(ঞ) দেশের ক্রিকেট উন্নয়নে ব্যয়ের উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহের লক্ষ্যে বিসিবি কর্তৃক আয়োজিত অন্য যে কোন অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক, প্রচারস্বত্ত্ব, টিকেট বিক্রয় ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত অর্থ।

(ট) অন্য যে কোন বৈধ উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ ।

(ঠ) আইসিসি, এসিসি অথবা অন্যান্য যে কোন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা হইতে প্রাপ্ত অর্থ ।

(৩) বিসিবি'র পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত পন্থায় প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান সাপেক্ষে এই তহবিল ব্যয় করা যাইবে ।

(৪) পরিচালনা পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিসিবি'র হিসাব পরিচালিত হইবে ।

(৫) বিসিবি'র সকল কমিটির খরচের বাজেট পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক অবশ্যই অনুমোদিত হইতে হইবে।

(৬) বাংলাদেশে টেষ্ট ম্যাচ, একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট, টি২০ এবং আইসিসি অনুমোদিত অন্য যেকোনও ফরম্যাটের প্রতিযোগিতা বহিঃর্বিশ্বে অথবা আঞ্চলিক পর্যায়ে সম্প্রচারের লক্ষ্যে টিভি স্বত্ত্বসহ যাবতীয় প্রচার স্বত্ত্ব বা অন্য কোন উপায়ে যে কোনও ধরনের আন্তর্জাতিক অথবা আঞ্চলিক সংস্থা হইতে আর্থিক সুবিধা বা আর্থিক অনুদান প্রাপ্তির বিষয়ে চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক সম্পাদনের ক্ষেত্রে পরিচালনা পরিষদের অনুমোদন অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে।

(৭) বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এর সহিত যে কোন আর্থিক সুবিধা সম্পর্কিত যাবতীয় আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক অথবা অন্য যে কোন বাণিজ্যিক চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক সম্পাদনের ক্ষেত্রে পরিচালনা পরিষদের অনুমোদন অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ কল্যাণ তহবিল ঃ

(ক) কোনও কল্যাণ, সেবামূলক কাজ যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে ত্রাণকার্যে অংশগ্রহণ, ত্রাণ তহবিল গঠন এবং অসহায়, অসুস্থ এবং দুর্দশাগ্রস্থ প্রাক্তন ও বর্তমান ক্রিকেট খেলোয়াড়, ক্রিকেট কোচ, ক্রিকেট আম্পায়ার, কর্মকর্তা ও সংগঠক, বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারী অথবা তাদের পরিবারবর্গকে আর্থিক ও মানবিক সহায়তা প্রদানের জন্য প্রদর্শনী ম্যাচ খেলার মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করিতে পারিবে।

(খ) এই সংগৃহীত তহবিল পরিচালনা পরিষদের অনুমোদন অনুসারে ব্যয়িত হইবে ।

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ অর্থ বৎসর ও কার্য বৎসর ঃ বিসিবি'র অর্থ বৎসর হইবে ০১ জুলাই হইতে পরবর্তী ৩০শে জুন পর্যন্ত।

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ হিসাব নিরীক্ষা ঃ

(ক) পরিচালনা পরিষদ প্রত্যেক অর্থ বৎসর সমাপ্তির দুই মাসের মধ্যে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নিয়োগকৃত নিরীক্ষকের মাধ্যমে বিগত বৎসরের বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষা নিশ্চিত করিবে।

(খ) নিরীক্ষা প্রতিবেদন পরিচালনা পরিষদ এবং পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ পরিষদের সভায় অনুমোদিত হইতে হইবে ।

(গ) বিসিবি'র অধীন যে সকল সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানে বিসিবি'র অর্থ ব্যয় হইবে সে সকল প্রতিষ্ঠানের হিসাবও উল্লেখিত হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করিতে হইবে ।

(ঘ) বার্ষিক নিরীক্ষা ছাড়াও পরিচালনা পরিষদ প্রয়োজনবোধে যে কোনও হিসাব নিরীক্ষা করিতে পারিবে। সেই ক্ষেত্রে ফাইনান্স কমিটি এবং হিসাব পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষকে বহির্ভূত রাখিয়া কমিটি গঠন করিয়া সেই কমিটিকে এই দায়িত্ব দেওয়া যাইবে ।

সপ্তম অধ্যায় ঃ আচরণ ও শৃঙ্খলা

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ আচরণ ও শৃঙ্খলা ঃ

(ক) বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এর সাধারণ পরিষদ, পরিচালনা পরিষদ, নিয়োগকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারী, খেলোয়াড় ও কর্মকর্তা সকলেই ক্রিকেটের গৌরবময় ঐতিহ্য, রীতি-নীতি ও বাংলাদেশ ক্রিকেট-এর ভাবমূর্তি সমুন্নত রাখিতে বিশেষ সচেষ্ট থাকিবেন। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এতদ্‌উদ্দেশ্যে একটি আচরণ বিধি প্রণয়ন করিবে ।

(খ) পরিচালনা পরিষদ এই আচরণ বিধি প্রণয়নপূর্বক বিসিবি'র সকল পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গের নিকট প্রেরণ, প্রচার ও অনুসরণ নিশ্চিত করিবে ।

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ শৃঙ্খলা ও শাস্তি ঃ

(ক) পূর্বের অনুচ্ছেদে বর্ণিত আচরণবিধি ভঙ্গকারী সংশ্লিষ্ট বিধিতে উল্লেখিত অপরাধে অপরাধী হইবেন।

(খ) অভিযুক্ত সংস্থা বা ব্যক্তি আচরণ বিধি ভঙ্গের দায়ে পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক এতদ্‌উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটি কর্তৃক এই অপরাধের জন্য আচরণ বিধিতে উল্লেখিত শাস্তিপ্রাপ্ত হইবেন। তবে শাস্তি প্রদানের আগে সংশ্লিষ্ট অভিযুক্তকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হইবে।

(গ) অনুচ্ছেদ ২৫ (খ) তে দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে পর্যায়ক্রমে সংশ্লিষ্ট কমিটি, পরিচালনা পরিষদ এবং সর্বশেষে সাধারণ পরিষদে আপিল দায়ের করা যাইবে। সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। সাধারণ পরিষদের সভা অনুষ্ঠানের পূর্ব পর্যন্ত পরিচালনা পরিষদের সিদ্ধান্ত বলবৎ থাকিবে। সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অন্য কোনও কর্তৃপক্ষের কাছে কোনও আবেদন করা যাইবে না ।

অষ্টম অধ্যায় ঃ গঠনতন্ত্র

অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ গঠনতন্ত্র সংশোধন ঃ

(ক) এই গঠনতন্ত্রে কোনও সংশোধনী প্রস্তাব পরিচালনা পরিষদে আলোচিত এবং উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে সুপারিশকৃত হইতে হইবে ।

(খ) সংশোধনী প্রস্তাব পরিচালনা পরিষদের অনুমোদনের পর তাহা নোটিশ আকারে সাধারণ পরিষদের সভার ১৫ (পনের) দিন পূর্বে সকল কাউন্সিলরের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে ।

(গ) যৌক্তিক কারণ থাকা স্বত্বেও কোন সংশোধনী প্রস্তাব পরিচালনা পরিষদে আলোচনার জন্য উত্থাপিত না হইলে অথবা পরিষদ তাহা অনুমোদন না করিলে সেই ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের স্বাক্ষরে প্রস্তাবটি সাধারণ পরিষদের সভায় উত্থাপন করা যাইবে ।

(ঘ) সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা অথবা বিশেষ সাধারণ সভা অথবা মুলতবী সভায় উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতিক্রমে গঠনতন্ত্র সংশোধনী গৃহীত হইবে ।

অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা ঃ

(ক) গঠনতন্ত্রের কোনও বিষয়ে ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দিলে, সে ক্ষেত্রে পরিচালনা পরিষদ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দিবে ।

(খ) যে সকল জরুরী বিষয়ে পরিচালনা পরিষদের ব্যাখ্যা বা মতামত নেওয়ার মত প্রয়োজনীয় সময় না থাকে সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতির ব্যাখ্যা এবং সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসেবে বিবেচিত হইবে। তবে ইহা পরিচালনা পরিষদের পরবর্তী সভায় অবহিত করার জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে।

(গ) পরিচালনা পরিষদের ব্যাখ্যায় কেউ সন্তুষ্ট না হইলে সাধারণ পরিষদে আবেদন জানাইতে পারিবে। তবে সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্তের পূর্ব পর্যন্ত পরিচালনা পরিষদের ব্যাখ্যাই কার্যকর থাকিবে। গঠনতন্ত্রের কোন ধারা-উপধারার ব্যাপারে সাধারণ পরিষদের প্রদত্ত ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

নবম অধ্যায় ঃ সালিসি আদালত

অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ সালিসি আদালত ঃ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড-এর সকল নিবন্ধিকৃত সংস্থা/খেলোয়াড়/স্থানীয় লীগ এবং টুর্নামেন্ট/কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বোর্ডের কার্যক্রম সংক্রান্ত কোনও বিষয়ে আদালতের স্মরনাপন্ন না হইয়া উভয় পক্ষেও সম্মতিক্রমে সমঝোতার অথবা গ্রহণযোগ্য মধ্যস্থাকারীর মাধ্যমে প্রথমে মীমাংসার পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। সংশ্লিষ্ট খেলার আয়োজনকারী/বোর্ড, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ অথবা যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়কে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে নির্বাচন করিতে পারিবে। মধ্যস্থতাকারীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং কোন পক্ষই গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রশ্ন উপস্থাপন করিতে পারিবে না এবং সালিসি আদালতের রায়ের পূর্বে অথবা রায়ের বিরুদ্ধে কোন পক্ষ দেওয়ানী বা ফৌজদারী আদালতের স্মরণাপন্ন হইতে পারিবে না। তবে শর্ত থাকিবে যে, এই অনুচ্ছেদের অর্ন্তগত সালিশি আদালত মধ্যস্থতা পদ্ধতির স্মরণাপন্ন হইবার পূর্বে অবশ্যই আপিলকারী/নালিশী পক্ষকে অনুচ্ছেদ ২৪ অর্ন্তগত পদ্ধতি স্মরণাপন্ন ও সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত করিয়া আসিতে হইবে।

দশম অধ্যায় ঃ বিবিধ

অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ বিশেষ কমিটি ঃ বোর্ড সভাপতি অথবা পরিচালনা পরিষদ কোন বিষয়ে বা উদ্দেশ্যে কোন বিশেষ কমিটি গঠন এবং এর কার্যপ্রণালী নির্ধারণ করিয়া দিলে, সেই ক্ষেত্রে ঐ সংশ্লিষ্ট কমিটি ক্রিকেটের রীতি-নীতি, ঐতিহ্য বা কৃষ্টি এবং প্রচলিত নিয়ম কানুনের সহিত সংগতি রাখিয়া দায়িত্ব পালন, বিধি উপবিধি প্রণয়ন অথবা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা / সিদ্ধান্ত গ্রহণ অথবা সুপারিশ করিবে। তবে শর্ত থাকে যে, এই সকল সিদ্ধান্ত বা সুপারিশ সমূহ পরিচালনা পরিষদের পরবর্তী সভায় অবগতি বা প্রয়োজনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে।

বিশেষ কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে এই গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ ১৬ (খ) এবং (গ)-এর শর্তাবলী প্রযোজ্য হইবে না।

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ঢাকা ৬১/৩, পুরানা পল্টন

Bangladesh Cricket Board

অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ এবং আয়োজন ঃ

(ক) বিসিবি'র আন্তর্জাতিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী অথবা নিজ ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করিতে বা অনুরূপ প্রতিযোগিতা আয়োজন করিতে পারিবে।

(খ) বিসিবি'র সহিত এফিলিয়েটেড দলগুলিকে অনরূপ প্রতিযোগিতার জন্য নির্বাচন করিতে পারিবে ।

(গ) বিসিবি'র এফিলিয়েটেড দলগুলি অনুরূপ কোন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ বা আয়োজন করিবার পূর্বে অবশ্যই বিসিবি'র অনুমোদন গ্রহণ করিবে এবং বিসিবি প্রদত্ত শর্তাবলী পালন করিবে।

অনুচ্ছেদ- ৩১ ঃ সভাপতির রুলিং ঃ

যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণে পরিচালনা পরিষদের অনুমোদন আবশ্যক সেই সকল ক্ষেত্রে যদি পরিচালনা পরিষদের জরুরী সভা আহবানের পর্যাপ্ত সময় না পাওয়া যায় সেই ক্ষেত্রে অথবা অন্য কোন জরুরী বিষয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এবং অনুমোদিত হিসেবে বিবেচিত হইবে। তবে ইহা পরিচালনা পরিষদের পরবর্তী সভায় অবহিত করার জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ-৩২ ঃ গঠনতন্ত্র প্রতিস্থাপন ও হেফাজত ঃ

(ক) এই সংশোধিত গঠনতন্ত্র কার্যকরী হইবার তারিখ হইতে বিসিবি'র পূর্বের গঠনতন্ত্র সংশোধিত হইয়াছে এবং উহার স্থলে এই সংশোধিত গঠনতন্ত্র প্রতিস্থাপিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) পূর্বের গঠনতন্ত্র দ্বারা ইতিপূর্বে গৃহীত আইনানুগ সকল কার্যাদি, ব্যবস্থা বা সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র এই গঠনতন্ত্র বলবৎ হওয়ার কারণে অবৈধ বলিয়া গণ্য হইবে না ।

-ঃ সমাপ্ত ঃ-

২০২৪

Bangladesh Cricket Board

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ঢাকা ৬/৩, পুরানা পল্টন